দ্বিতীয় আবির্ভাব - আয়ুর্বেদের শিক্ষক হিসেবে ধন্বন্তরী

দ্বিতীয় দ্বাপর যুগে, কাশীরাজ দীর্ঘতপা পুত্র কামনায় বৈদ্য ধন্বন্তরির আরাধনা করেন। দেবতা বর হিসেবে কাঙ্খিত সন্তান রূপে স্বয়ং অবতরণ করতে রাজি হন। ধন্বন্তরি এক মহান রাজা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। তাকে "সমস্ত ব্যাধি দূরকারী" বলে বর্ণনা করা হয়। তিনি জরামুক্ত ও "সর্বজনীন জ্ঞানের গুরু" হিসাবেও স্বীকৃত। ঋষি ভরদ্বাজ তাকে আয়ুর্বেদ চিকিৎসার পাঠ শিক্ষা দান করেন তথা ঔষধবিদ্যার আদি জনক করে তোলেন। রাজা তার চিকিৎসাবিদ্যাজ্ঞানের আটটি ক্ষেত্রে শ্রেণিবিন্যাস তৈরি করে বিভিন্ন শিষ্যের মাধ্যমে তা ছড়িয়ে দেন।

দ্বিতীয় আবির্ভাব - আয়ুর্বেদের শিক্ষক হিসেবে ধন্বন্তরী:

দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে ভগবান ধন্বন্তরী আবির্ভূত হন দ্বিতীয় দ্বাপর যুগে, প্রায় দুই বিলিয়ন বছর আগে। সমুদ্র মন্থনের সময় ভগবান বিষ্ণু ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে তিনি আবার মানব সমাজে ধন্বন্তরী রূপে আবির্ভূত হবেন এবং মানুষের দ্বারা উপাসিত হবেন।

তিনি তাদেরকে আয়ুর্বেদের বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। সেই সময় ভগবান ধন্বন্তরী স্বর্গে অবস্থান করছিলেন। ভগবান ইন্দ্র পৃথিবীতে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত মানুষের দুঃখ-কষ্ট দেখেছিলেন এবং ভগবানের কাছে অনুরোধ করেছিলেন যেন তিনি মানবজাতিকে চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষা দেন যাতে তাদের কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

সেই সময়, কাশীর (বারাণসী) রাজা দীর্ঘতমাস পুত্রের কামনায় কঠোর তপস্যা ও তপস্যায় লিপ্ত ছিলেন। রাজা পুত্রের জন্য ভগবান ধন্বন্তরীকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন। এরপর, ধন্বন্তরী তাঁর কাছে আবির্ভূত হয়ে রাজাকে অনুরোধ করেন যে তিনি যেন তাঁর কাছে কোন বর প্রার্থনা করেন। রাজা বললেন, "হে প্রভু, যদি আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হন, তাহলে আমার পুত্র হোন, আমার লক্ষ্যের দাতা হোন।" ভগবান উত্তর দিলেন, "তাই হোক" এবং তিনি অন্তর্হিত হলেন।

এরপর ভগবান ধন্বন্তরী রাজা দীর্ঘতমের পুত্র হিসেবে আবির্ভূত হন। তিনি ছিলেন একজন সুন্দর বালক এবং খুব ছোটবেলা থেকেই তিনি কঠোর তপস্যা করতেন এবং প্রচুর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। ভগবান ব্রহ্মা অনেক কষ্টে তাঁকে কাশী শহরের উপর আধিপত্য গ্রহণ করতে রাজি করান এবং তখন থেকে তিনি কাশী-রাজা নামে পরিচিত হন। রাজা হিসেবে, তিনি মানবজাতির কল্যাণের জন্য আটটি বিভাগে আয়ুর্বেদের উপর সংহিতা তৈরি করেন।

ভগবান ধন্বন্তরীর আয়ুর্বেদিক শিক্ষাগুলি বৈদিক সাহিত্যের বিভিন্ন স্থানে লিপিবিদ্ধ আছে - অথর্ববেদে , গরুড় পুরাণ , বিষ্ণু পুরাণ , সুশ্রুত সংহিতা এবং চরক সংহিতা । শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে "স্মৃত-মাতৃরতি-নাসনঃ" - "যিনি ধন্বন্তরীর নাম স্মরণ করেন তিনি সমস্ত রোগ থেকে মুক্তি পেতে পারেন। "

Published on: Oct, 16 2025 12:10